ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স -১৭৯২
আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ঃ সুবিধাভোগীদের ২০২০ সালের মার্চের মধ্যে ই কার্ড প্রদান করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের সমস্ত সুবিধাভোগীদের আগামী ২০২০ সালের মার্চের মধ্যে ই-কার্ড প্রদান করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের আয়ুষ্মান ত্রিপুরা প্রকল্পে ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার সুবিধাভোগীদেরও ২০২২ সালের মার্চের মধ্যে ই-কার্ড প্রদান করতে স্বাস্থ্য দপ্তরকে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন। আজ প্রজ্ঞাভবনে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত আয়ুষ্মান ভারত দিবসের রাজ্য ভিত্তিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ২০১৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের সবচাইতে বড় স্বাস্থ্য যোজনা আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সূচনা করেছিলেন। এই যোজনাটি স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে গরিব জনগণের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। দেশের গরিব অংশের জনগণ যেন সুস্থ থাকেন সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছিল। শুধু আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনাই নয়, প্রধানমন্ত্রী এখন পর্যন্ত গরীবদের জন্য যে সকল প্রকল্পের সূচনা করেছেন তাতে ইতিমধ্যেই সাফল্য এসেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মাধ্যমে শুধুমাত্র রোগীরাই উপকৃত হবেন না, রাজ্যের হাসপাতালগুলি এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হবে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যগুলিতে হাসপাতাল স্থাপনের জন্য অর্থ প্রদান করে থাকে। কিন্তু হাসপাতালের সঠিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হয় রাজ্য সরকারকে। আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মাধ্যমে রাজ্যের হাসপাতালগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা সম্ভব হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, মানুষ তার ভালো কাজের মাধ্যমেই সমাজে স্মরণীয় হয়ে থাকেন। মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করার মানসিকতা নিয়ে কাজ করলে মানসিকভাবে শান্তিও লাভ করা যায় ।দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীও নিঃস্বার্থভাবে গরিবদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। সম্প্রতি রাজ্যে অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের উদ্বোধন করা হয়েছে। এরজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১২০ কোটি টাকা প্রদান করেছে। রাজ্য সরকার ক্যান্সার হাসপাতালে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে। যাতে রাজ্যের ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের আরোও উন্নত ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা যেতে পারে। রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনাকে আরও সফল করার লক্ষ্যে ডাক্তার, বিভিন্ন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ সকলকেই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব।

২য় পাতায়

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ড: দেবাশিষ বসু বলেন, আয়ুষ্মান ভারত যোজনার দুটি স্তম্ভ রয়েছে। একটি হল হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার স্থাপন এবং অপরটি হল প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে গরীব পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য পরিবার পিছু বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস সহায়তা প্রদান করা। তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ১,০২০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। এরমধ্যে ৩০০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টারে রূপান্তর করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টারগুলিতে রোগীদের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করার ব্যবস্থা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে ত্রিপুরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা সমিতির কার্যনির্বাহী সচিব অদিতি মজুমদার বলেন, আয়ুষ্মান ভারত দিবস উদযাপনের পাশাপাশি সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে আয়ুষ্মান ভারত পক্ষকাল পালন করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে প্রায় ২০ লক্ষ ৫৭ হাজার সুবিধাভোগী প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এরমধ্যে ৫ লক্ষের অধিক সুবিধাভোগীকে ই-কার্ড প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার কর্মসূচীতে রাজ্যের ৬২টি সরকারী হাসপাতাল এবং ২টি বেসরকারী হাসপাতালকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পে রাজ্যের তালিকাভুক্ত সরকারী হাসপাতালের মাধ্যমে সুবিধাভোগীরা ১৫৫১ ধরনের চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারজনিত প্যাকেজের সুবিধা পাচ্ছেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিসের অধিকর্তা ডাঃ ফনীন্দ্র মজুমদার। অনুষ্ঠানে আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন এমন কয়েকজন সুবিধাভোগীর সাথে মত বিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

*****